তারিখ 20 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উদ্দেশ্যহীন উচ্চশিক্ষার গতিমুখ পরিবর্তন

প্রতিবৎসর দেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শিক্ষার্থী তাহাদের উচ্চশিক্ষা সমাপনান্তে নামিয়া পড়েন কর্মের অনুসন্ধানে। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের স্বল্পতার দরুন অনেকেরই চাকুরি হয় না সময়মতো। গতানুগতিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি লইয়া দিনের পর দিন একটি চাকুরির প্রত্যাশায় তাহাদেরকে সহ্য করিতে হইতেছে বেকারত্বজনিত দুঃসহ বিড়ম্বনা। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের এই দুষ্টচক্র একদিকে যেমন বাধাগ্রস্ত করিতেছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে, অন্যদিকে হতাশাগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে কর্মহীন অসংখ্য তরুণ-তরুণীর জীবনকে। ক্ষেত্রবিশেষে এই বেকারত্ব হইতে জন্ম হইতেছে সামাজিক বিভিন্ন অপরাধের। এই পরিস্থিতি কোনোভাবেই অভিপ্রেত নহে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি উদ্দেশ্যহীন উচ্চশিক্ষার গতিমুখ পরিবর্তন করিয়া কারিগরি শিক্ষাকেই মূলধারা হিসাবে গড়িয়া তুলিবার প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, দক্ষতাবিহীন সনদভিত্তিক শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার এবং জাতির জন্য বোঝাস্বরূপ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের চাকুরির বাজারে প্রতি বৎসর যুক্ত হইতেছে ১৮ লক্ষ নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত প্রতিযোগী। তাহার মধ্য হইতে প্রতি বৎসর বিদেশে পাড়ি জমান প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ। কর্মউপযোগী শিক্ষার অভাবে দেশে অবস্থান করা অবশিষ্ট তরুণ-তরুণীদের বড় অংশই বরণ করিয়া লইতেছেন বেকারত্ব নামক অভিশাপের মালা। প্রাপ্ত হিসাবমতে, দেশে বর্তমানে কর্মক্ষম লোকের প্রায় ২৫ শতাংশই বেকার। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৫ হইতে ২০২০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইবে এক কোটি ২৯ লক্ষ। সম্ভাব্য এই কর্মসংস্থানের অধিকাংশই হইবে বিশেষায়িত শিল্প, সেবা এবং আইটি খাতনির্ভর। বিষয়টি আশা জাগানিয়া হইলেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সেইভাবে ঢালিয়া সাজানো সম্ভব হয় নাই। বিশেষ করিয়া তথ্যপ্রযুক্তি, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স, কৃষিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ নির্মাণ, তৈরি পোশাক, পর্যটন ও পর্যটন সেবা, নির্মাণ প্রভৃতি খাতকে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে দেশে ও দেশের বাহিরে এই সকল খাতসংশ্লিষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ জনবলের প্রচুর চাহিদাও রহিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে উদ্দেশ্যহীন শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বিপুলসংখ্যক বেকার থাকিলেও উল্লিখিত খাতসংশ্লিষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত বা দক্ষতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত কর্মীর বড়ই অভাব।

আমরা আশা করি, দেশে কর্মউপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজানো হইবে। দেশ ও বিদেশে শ্রমবাজারের চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যদি শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা যায়, তবে তাহা হইবে দেশ হইতে বেকারত্ব হ্রাসের পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।